দৈনিক [illegible]

APR 24 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা
কলাম ...

সন্ত্রাসীরা এবার জিম্মি করছে স্কুলগুলোকে—

কামরুল হাসান

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শিপলুকে (ছদ্মনাম) স্কুলের আঙ্গিনা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা। বিপরীতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে চক্রটি। সেই থেকে ছেলেটি আর স্কুলে আসেনি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলের অন্য ছাত্রদের মধ্যেও। এমন অবস্থা এখন রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে, মিরপুরে তো বটেই। এভাবেই সন্ত্রাসীরা স্কুলগুলোকে তাদের আয়-উপার্জনের নতুন টার্গেটে পরিণত করেছে; রাজধানীতে সম্প্রসারিত হচ্ছে চাঁদাবাজির ভিত্তি। সময় যতো গড়াচ্ছে, চাঁদাবাজরাও একের পর এক খুঁজে বের করছে মাসোহারা আদায়ের নিত্যনতুন খাত। ঢাকার নামীদামী স্কুলগুলো সেই তালিকায় যোগ হয়েছে সম্প্রতি। প্রতিমাসেই চাঁদাবাজরা এসব স্কুল থেকে আদায় করে মোট অঙ্কের

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

সন্ত্রাসীরা এবার জিম্মি (প্রথম পাতার পর)

চাঁদা। না দিলে হুমকি দিচ্ছে স্কুল থেকে ছাত্র অপহরণের।

রাজধানী মিরপুরের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিপুর হাই স্কুল থেকে ছাত্র অপহরণের ঘটনা নিয়ে এখনও আতংক রয়েছে। কয়েকদিন আগে ওই স্কুল থেকে অপহৃত হয় সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র। ঘটনার পর থেকে ভয়ে সে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা বৈঠক করেছে। পুরো বিষয় খতিয়ে দেখতে দায়িত্ব দিয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ সাবদার আলীকে। মনিপুর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি আবুল খায়ের ভুঁইয়া জনকণ্ঠকে বলেছেন, চাঁদা দাবির ঘটনার কোন প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই। তিনি বলেন, কে চাঁদা চেয়েছে তাও তাঁরা জানেন না। তবে অপহরণের পর বৃহস্পতিবার ম্যানেজিং কমিটির বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। সে কারণে মঙ্গলবার থেকে শিয়ালবাড়ি শাখার চারদিকে অস্থায়ী ভাবে টিনের বেড়া দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। তবে সহসভাপতি বলেছেন, এখন পরিস্থিতি শান্ত। অভিভাবকদের উদ্বিগ্নতা আগের মতো নেই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাবদার আলী অবশ্য বলেছেন, তাঁর কাছে কোন সন্ত্রাসী চাঁদা দাবি করেনি বলে এসব নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দেননি। মিরপুর থানা-পুলিশ বলেছে, তবুও স্কুলের আশপাশে পুলিশী পাহারা [illegible] পরে আপোসরফা করে পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয়। এ ঘটনার জের শেষ হতে না হতেই আরেকটি হুমকির ঘটনা ঘটে একটি সরকারী স্কুলে। স্কুলের পাশের এক খণ্ড জমি দখল করতে না পেরে সন্ত্রাসীরা স্কুলে এসে হুমকি দিয়ে যায়। পল্লবী সাড়ে ১১ নম্বর এলাকার আরেকটি স্কুলেও একই ঘটনা ঘটে। চিড়িয়াখানা এলাকায় কিছুদিন আগে গড়ে ওঠা একটি স্কুলকে দিতে হয়েছে মোটা অঙ্কের চাঁদা। স্কুলের মতো কোচিং সেন্টারগুলোও চাঁদাবাজিমুক্ত নয়।

রাজধানীর ফার্মগেট ও মৌচাক এলাকায় গড়ে উঠেছে নানা ধরনের কোচিং সেন্টার। এসব সেন্টার থেকে প্রতিনিয়ত চাঁদা দাবি করে উঠতি মস্তান গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানরা বলেছেন, চাঁদা না দিলে একবার যদি কেউ এখানে বোমা ফেলে তবে প্রতিষ্ঠানটি বসে যাবে। ফলে, বাধ্য হয়ে তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। অবশ্য মিরপুর এলাকার পরিস্থিতি আরও খারাপ। সেখানকার স্কুলের লোকজন বলেছেন, এসব নিয়ে তাঁরা পুলিশের সহযোগিতাও চাইতে ভয় পান। কারণ যেসব সন্ত্রাসী সেখানে এসব করে, থানা-পুলিশের সঙ্গে তাদের খুব দহরম-মহরম। ফলে মানুষ আর পুলিশের কাছে যেতে ভরসা পায় না, নিজেরাই দেনদরবার করে আপোসরফা করে নেয়। অনেকে বলেছেন, এখানকার সন্ত্রাসীরা সব সময় সরকারী দলের লোক বলে পরিচয় দেয়। এরা ক্ষমতাসীন দলের মদদও পায় অনেক ক্ষেত্রে।